চতুর্থ দার্‌স

নবূওয়াত লাভঃ

الدرس الرابع

النبوة

তাঁর বয়স চল্লিশের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে মক্কার সন্নিকটে পূর্বদিকে (নূর নামক) এক পাহাড়ের হেরা নামক গুহায় তিনি নিরিবিলি ও নির্জন অবস্থায় কয়েক দিন ও কয়েক রাত আল্লাহর ধ্যানে কাটিয়ে দিতেন। পবিত্র রমযানের ২ ১তারিখের রাতে গুহায় তাঁর কাছে জিবরীল-عليه السلام-আসেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। জিবরীল বলেন, পড়ুন। তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। জিবরীল দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বারের মত পুনরায় বললেন। তৃতীয়বার জিবরীল-عليه السلام-বলেন,

"তুমি পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে। তুমি পড়। আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" (সূরা আলাক্ব ১-৫)

অতঃপর জিবরীল-عليه السلام-চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আর হেরা গুহায় অবস্থানকরতে পারলেন না। তিনি ঘরে এসে খাদীজাকে হৃদয় স্পন্দিত অবস্থায় বললেন, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করো, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। তাঁকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হলো। ভয় ও আতংক দূর হয়ে গেলে তিনি সবকিছু খাদীজাকে খুলে বললেন। এর পর তিনি বললেন, আমি নিজের ব্যাপারে আশংকা বোধ করছি। খাদীজা দৃঢ়তার সাথে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কখনো নয়,আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুসর্ম্পক বজায় রাখেন, অভাবীদের সাহায্য করেন, গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তিদেরকে প্রদান করেন। অতিথিকে সমাদর করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সহায়তা করেন।"

কিছু দিন পরে তিনি আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখার জন্য আবার হেরা গুহায় ফিরে আসেন। ইবাদত শেষে গুহা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের জন্য অবতরণ করছিলেন, যখন তিনি উপত্যকায় পৌঁছলেন, তখন জিবরাঈল আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর কাছে এসে তাঁর প্রতি অহী করেন।

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, সতর্ক কর, এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো। অপবিত্রতা বর্জন করো।" (সূরা মুদ্দাস্‌সের ১-৫)

পরবর্তী সময়ে ওহী অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-পবিত্র দাওয়াতী ব্রত শুরু করলে সর্ব প্রথম তাঁর গুণবতী স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঈমানের ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর স্বামীর নবুওয়াতের সাক্ষ্য দেন। তাই তিনি ছিলেন সর্ব প্রথম মুসলিম নারী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবূ বাকারের সাথে ইসলামের ব্যাপারে আলাপ করলে দ্বিধাহীন চিত্তে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সত্যতার সাক্ষ্য দেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আপন চাচা আবূ তালিবের স্নেহ পরিচর্যা ও অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, যিনি রাসূলের মাতা ও দাদার পর দেখা-শুনার দায়িত্ব বহন করেন, তাঁর ছেলে আলীর লালন-পালন ও দেখা-শুনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ সুন্দর পরিবেশ আলীর অন্তর ও বিবেক খুলে দেয়। তিনিও ঈমান আনয়ন করেন। অতঃপর খাদীজার দাস যাইদ ইবনে হারেসাহ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হোন।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-গোপন ভাবে দাওয়াতী মিশন চালিয়ে যেতে থাকলেন। নবাগত মুসলিমরা কুরাইশদের কঠিন নির্যাতনের শিকার হওয়ার ভয়ে তাঁদের ইসলাম গোপন করে রাখতেন। কারো ইসলাম গ্রহণের বিষয়টা প্রকাশ হয়ে গেলে কুরাইশরা তাঁদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য কঠিন নির্যাতন চলাতো।